নুরী খাতুন যেভাবে পেলেন এক নতুন জীবন

ভিক্ষাবৃত্তি দারিদ্রের সর্বনিম্ন স্তর। নিঃস্ব হয়েই মানুষ অন্যের দ্বারে হাত পাতে। সমাজের কাছে তারা অবহেলিত এবং শুধুই করুণার পাত্র। নিয়তি যাদের সাথে এমন নিষ্ঠুর খেলা খেলে, তাদের ভাগ্য পরিবর্তন অত্যন্ত বিরল ঘটনা। কঠোর পরিশ্রম আর ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলে যারা দারিদ্রের চরম কষাঘাত কে উপেক্ষা করে সৌভাগ্যকে ছিনিয়ে আনে, নুরী খাতুন তাদেরই এক জন। ৪০ বছর ভিক্ষাবৃত্তির পর এখন নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছেন তিনি। ভিক্ষাবৃত্তি ছেড়ে তিনি এখন গাভী পালন ও কৃষি কাজে ব্যস্ত। তার এই অগ্রযাত্রায় পাশে দাঁড়িয়েছিল পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর সহায়তায় ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগাম-এনডিপি কতৃক বাস্তবায়িত 'সমৃদ্ধি' কর্মসূচি।

পাবনা জেলার বেড়া উপজেলার তারাপুর গ্রামের বাসিন্দা নুরী খাতুন হত-দরিদ্র পরিবারের সন্তান। মাত্র তের বছর বয়সে তার বিয়ে হয়। কন্যা সন্তান জন্ম দেয়ায় তার উপর নেমে আসে নির্যাতনের ঝড়। তার মেয়ের বয়স যখন মাত্র ১ বছর তখন তার স্বামী ২য় বিবাহ করে। স্বামী-শ্বাশুড়ী আর স্বতীনের সমন্বিত নির্যাতনের এক পর্যায়ে নুরী বেগমকে বাড়ি থেকে বের করে দেয়া হয়। দরিদ্র বাবার বাড়িতে আশ্রয় নেন তিনি। তার ক-বছর পর যখন নুরীর বাবার মৃত্যু হয় তখন তার শেষ আশ্রয়স্থানটুকুও ফুরিয়ে যায়। সহায়-সম্বলহীন হয়ে মেয়ের মুখে খাবার তুলে দিতে ভিক্ষাবৃত্তি করতে বাধ্য হন তিনি। দূর্দশার এক পর্যায়ে খানিকটা মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছিলেন তিনি। লোকজন তাকে উপহাস করে নুরী পাগলী নামে ডাকত। জীর্ন-শীর্ণ আর বিবস্ত্র অবস্থায় তাকে দেখা যেত পথের পাশে। এভাবেই কেটে যায় প্রায় ৪০টি বছর।

২০১৩ সালে 'সমৃদ্ধি' কর্মসূচি যখন ভিক্ষুক পূনর্বাসণ কার্ক্রমের অধীনে বেড়া উপজেলার ভিক্ষুকদের উপর জরিপ শুরু করে, তখন নূরী বেগমের নাম লিপিবদ্ধ হয়। যাচাই-বাছাই এর পর নূরী বেগম উপকারভোগীদের চুড়ান্ত তালিকায় আসে। অন্যান্য উপকারভোগীদের মত নূরী বেগমের জন্য এক লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়। আয়বর্ধনমূলক পেশা হিসাবে তিনি বেছে নেন গাভী পালন ও গরু মোটাতাজাকরণ। নির্ধারিত অর্থ থেকে তিনি ৫৯,০০০ টাকায় একটি বাছুর সহ উন্নত জাতের গাভী এবং ১৭,০০০ টাকা দিয়ে একটি ষাঁড় গরু ক্রয় করেন। বাকি টাকা দিয়ে একটি ঘর নির্মান করেন। আর সেই সাথে পাল্টে যায় তার জীবনধারা। এখন তিনি আর ভিক্ষা করেন না। তার ব্যস্ত দিন কাটে গরুর জন্য ঘাস সংগ্রহে। নিজের সন্তানের মতই এ প্রাণিদের যত্ন করেন তিনি। কিছুদিন আগে ষাঁড় গরুটি বিক্রি করে ২৫ শতক জমি বর্গা নিয়েছেন তিনি। দুধ বিক্রি করে মাসে প্রায় ৬,৫০০ টাকা নিট লাভ থাকে। প্রতিবেশির এক ছাগল ও বর্গা নিয়ে পালন করছেন। সময় পেলে নক্সিকাথা সেলাই করেন। দারিদ্রকে জয় করে আজ তিনি নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন দেখছেন।